যুগান্তর

তারিখ 02 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

রাজশাহীতে অছাত্রদের দখলে ছাত্রদলের কমিটি

বুলবুল চৌধুরী/জিয়াউল গনি সেলিম,
রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জেলা ও মহানগর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল এখন অছাত্রদের দখলে। এদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে করে সন্তানের বাবাও হলেও ছাড়েননি ছাত্রদলের নেতৃত্ব। কিন্তু দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী বিয়ে, ছাত্রত্ব শেষ ও ব্যবসায় জড়িয়ে পড়লে ছাত্রদলের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু বছরের পর বছর অছাত্র ও বিবাহিতরা রাজশাহী ছাত্রদলের নেতৃত্ব দখল করে আছেন।

অছাত্ররা দলের নেতৃত্বে থাকায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে রাজশাহী ছাত্রদল।

দখলে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

দখলে : অছাত্রদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আংশিক কমিটি ঘোষণার পর কয়েক বছর পার হলেও গঠন করতে পারেনি পূর্ণাঙ্গ কমিটি। ফলে রাজশাহীতে সাংগঠনিক তৎপরতাসহ আন্দোলন সংগ্রামেও ছাত্রদলের ভূমিকা চোখে পড়ে না। তবে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যোগাযোগবিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান সোহাগ বলেন, রাজশাহী মহানগরসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও সেখানকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিটি দিতে চাইলেও আমরা নিয়মিত ছাত্রদের দিতে পারি না। বিএনপি যুগ্মমহাসচিব ও মহানগর সভাপতি মিজানুর রহমান মিনুর আশ্রয়-প্রশ্রয়ের কারণেই কমিটিতে অছাত্রদের জায়গা দিতে হয়েছে।

এদিকে, সম্প্রতি ছাত্রদলকে সুসংগঠিত করতে নেতাদের নির্দেশ দেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। দলের চেয়ারপারসনের নির্দেশের পর পদ ধরে রাখাসহ পছন্দের নেতাদের পদে বসাতে নতুন করে তৎপর হয়ে উঠেছে ছাত্রদলের অনেক নেতাকর্মী।

দলীয় একাধিক সূত্র জানায়, জেলা কমিটির মর্যাদার রাজশাহী জেলা, মহানগর এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই প্রায় এক যুগ। রাজশাহী জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের সভাপতিদ্বয়ের ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে ১০ বছর আগে। তারা বিবাহিত ও সন্তানের বাবাও হয়েছেন। আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়কের ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে ১০ বছর আগে। রুয়েটের বর্তমান কমিটির আহ্বায়কসহ দুই যুগ্ম-আহ্বায়কের একজনের ছাত্রত্ব শেষ ও দুই জনের বাতিল হয় তিন বছর আগে।

মহানগর ছাত্রদল : ২০১০ সালের ১৮ আগস্ট রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের মাহফুজুর রহমান রিটনকে সভাপতি ও শাহ মইনুল হোসেন চৌধুরী শান্তকে সাধারণ সম্পাদক করে ১২ সদস্যের আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এর পর ৪ বছর পার হয়ে গেলেও মহানগর ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। তবে সভাপতি রিটনের রাজশাহী কলেজ থেকে ছাত্রত্ব শেষ হয় ২০০৪ সালে। আর ২০০১ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে লেখাপড়া শেষ করেন সাধারণ সম্পাদক শান্ত। তারা দু'জনেই বিবাহিত।

রাজশাহী জেলা ছাত্রদল : ২০১১ সালের গোড়ার দিকে ঘোষণা দেয়া হয় রাজশাহী জেলা ছাত্রদলের কমিটি। ৮ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে স্থান পান শফিকুল আলম সমাপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ওয়াদিউজ্জামান পরাগ। কিন্তু গত তিন বছরেও এখানে পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। তবে ১০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি পাঠানো হলেও কেন্দ্র থেকে তা এখনও অনুমোদন হয়নি।

রাবি ছাত্রদল : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সর্বশেষ ২০১০ সালের ২২ মে [illegible] আশিককে আহ্বায়ক ও ১২ জন যুগ্ম-আহ্বায়কের নাম উল্লেখ করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিকে ৬ মাসের মধ্যে নতুন ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি করার কথা বলা হলেও চার বছরেও তা হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল সূত্র মতে, আহ্বায়ক কমিটিতে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবার ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে অনেক আগে। তারা বিবাহিত।

রুয়েট ছাত্রদল : রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) গত ২০১০ সালের ৬ নভেম্বর আহমদ হোসাইনকে আহ্বায়ক করে ২১ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। এই কমিটিকে কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি দেয়ার কথা বলা হলেও ৪ বছরেও তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। এদিকে আহ্বায়ক কমিটি নেতাদের অনেকের ছাত্রত্ব বাতিল ও শেষ হয়েছে।

বিভিন্ন ইউনিট : গত বছরের ২১ এপ্রিল রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের কমিটি গঠন করা হয়। একই সময়ের রাজশাহী কলেজ, সরকারি সিটি কলেজ, নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী পলেটেকনিক ইন্সটিটিউট, বোয়ালিয়া থানা, রাজপাড়া থানা, শাহ মখদুম থানা ও মতিহার থানা ছাত্রদল কমিটি রয়েছে। তবে এ কমিটি নিয়ে মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি মাহফুজুর রহমান রিটন ও সাধারণ সম্পাদক শাহ মইনুল হোসেন চৌধুরী শান্ত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়লে বেশ কয়েকটি ইউনিটের পূর্ণাঙ্গ কমিটি এখনও সম্পন্ন হয়নি। অভিযোগ রয়েছে, এসব ইউনিটগুলোতেই বিবাহিত অছাত্রদের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে।